উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা- ২০১৩ এর সংশোধনী - ২০২৪

- স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকা দাখিলের বিধান বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- চেয়ারম্যান এর ক্ষেত্রে জামানত ১ লক্ষ টাকা এবং ভাইস চেয়ারম্যান এর ক্ষেত্রে জামানত ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।
- সমভোটের ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে।
- প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১৫ ভাগ অপেক্ষা কম ভোট পেলে জামানত বাজেয়াপ্তের বিধান করা হয়েছে।
- চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনি ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা এবং মহিলা সদস্যদের নির্বাচনি ব্যয় ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
- নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত ও পুনারায় ভোটগ্রহণে কমিশনের ক্ষমতার বিষয়ে বিধান করা হয়েছে।
- কোন ব্যক্তি বৈধভাবে বা অবৈধভাবে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া নির্বাচন কর্মকর্তাকে অস্ত্র প্রদর্শন বা শারীরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোট গ্রহন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনকে অপসারন ও গ্রেফতার করিবার জন্য সহযোগিতা চাইবেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারন ও গ্রেফতার করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল কর্মকর্তাসহ ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।
- কোন ভোটারকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করেন বা কোন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইতে বিরত রাখেন বা বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, বা কোন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করান বা বাধ্য করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
- মনিটরিং কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে।
- মনোনয়নপত্রে লিঙ্গ হিসেবে হিজড়াদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হওয়ায় প্রতীক অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধন করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা- ২০১৬ এর সংশোধনী - ২০২৪

- পোস্টার, ব্যানার সাদা-কালো অথবা রঙ্গিন করার বিধান করা হয়েছে।
- প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে জনসংযোগ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচরণার বিধান করা হয়েছে।
- প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে ০৫ জনের অধিক কর্মী বা সমর্থককে নিয়ে জনসংযোগ করা যাবে না।
- প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি এবং পৌরসভার প্রতি ০৩ টি ওয়ার্ডের জন্য ০১টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস এবং কোন উপজেলায় ০১টির অধিক কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করা যাবে না।
- ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ৬০০ বর্গফুট এবং কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ১২০০ বর্গফুটের অধিক হতে পারবে না।
- নির্বাচনি প্রচারণায় ০১টির অধিক মাইক বা জনসভায় ০৪টির অধিক মাইক ব্যবহার করা যাবে না।
- শব্দদূষন প্রতিরোধে শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মান মাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবল এর অতিরিক্ত হতে পারবে না।
- প্রচারণায় পোস্টার বা ব্যানারে পলিথিনের ব্যবহার ও পিভিসি ব্যবহার না করার বিধান করা হয়েছে।

মোঃ আলাউদ্দীন
আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল।